তারিখ ... 16 JUL 1995 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ভূমিকা প্রসঙ্গে

এদের সুশিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব শিক্ষকদেরই — *ছবিঃ বায়েজিদ আক্তার*

বনিতা মোহন দে

সকল পেশাতেই ভালমন্দ লোক আছে। কোথাও একচেটিয়া ভাল বা একচেটিয়া মন্দ এমন নেই, আশাও করা যায় না। তবে অন্যান্য পেশার চেয়ে শিক্ষকতাকে একটু আলাদাভাবে বিচার করতে হয়। কারণ, এ পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিদেরকে "মানুষ গড়ার কারিগর" বলা হয়। অতএব, এ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ যত বেশি যোগ্য, যত বেশি সৎ, যত বেশি নীতি ও আদর্শবান হবেন, ততই জাতির জন্য মঙ্গল। আমরা পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বা তারও পূর্বে যে সমস্ত আদর্শ ও যোগ্য শিক্ষক দেখেছি, আজ তা নেই। কোয়ালিটি অনেক নেমে গেছে। ভাল শিক্ষকের শতকরা হার অনেক কমে গেছে। তাই, শিক্ষার মানও পূর্বপেক্ষা অনেক নিচে এবং দ্রুত ক্রমাবনতিশীল। যদিও অন্যান্য কারণও এ জন্য দায়ী।

আজকাল শিক্ষকতা পেশায় ভাল শিক্ষকের আলাদা মূল্যায়ন হয় না। কোন ব্যবস্থা নেই মূল্যায়নের। শিক্ষকতায় ভাল কোন অবদানের জন্য কোন 'ইন্‌সেন্টিভ' নেই, স্বীকৃতি নেই, পুরস্কার নেই। প্রমোশন হচ্ছে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে সরকারী কলেজগুলোতে। স্বীয় বিষয়ে মৌলিক রচনা, প্রকাশনা, গবেষণা ইত্যাদি কোন অবদান থাকলেও তার মূল্যায়ন নেই। প্রমোশনের ক্ষেত্রে শিক্ষকের সৃজনশীল অবদানকে গুরুত্ব দিলে ভাল শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়ত। এগুলোর গুরুত্ব নেই বলে ভাল শিক্ষকগণ হতাশায় ভোগেন। লেখাপড়া তথা সৃজনশীল কর্মকাণ্ড ছেড়েই দিয়েছেন আজকাল।

একজন শিক্ষক তাঁর পেশাগত দায়িত্বে কতটুকু যোগ্য—এর মূল্যায়ন হয় শ্রেণীকক্ষে, শিক্ষার্থীরাই তার যথার্থ বিচারক। যে শিক্ষক আদর্শ ও নীতিবান, শ্রেণীকক্ষে তথা শিক্ষার্থী মহলে খুবই প্রিয়, সেই শিক্ষক অধ্যক্ষের নিকট প্রিয় নন প্রায় ক্ষেত্রেই। শিক্ষার্থীদের কল্যাণে যে শিক্ষক লেখাপড়ায় নিবেদিত, তিনি তোষামোদী আর ব্যক্তিস্বার্থ নিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ের চারপাশে সর্বক্ষণ 'ঘুর ঘুর' করেন না। তাই অনেকক্ষেত্রে ভাল শিক্ষকের এসিআর হয় বিপরীত; আর এই এসিআর দিয়েই প্রমোশনের বিষয় বিবেচিত হয়, যাচাই করে দেখা যায় না—শিক্ষকটি খারাপ নাকি এসিআর দাতা নিজেই খারাপ।

প্রতিবছর ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসের মাধ্যমে শিক্ষকের যোগ্যতা যাচাইয়ের ব্যবস্থা থাকা উচিত। প্রমোশনের নীতিনির্ধারণে এটাও অন্তর্ভুক্ত করা হোক। তা হলে শিক্ষকদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রবণতা আসবে। শ্রেণীকক্ষে তথা পাঠদানে খারাপ শিক্ষক হয়েও অধ্যক্ষ মহোদয়ের তোষামোদী করে ভাল এসিআর-এর বদৌলতে প্রমোশন নেয়া যাবে না। আবার ছাত্রজীবনে শুধু মাস্টার ডিগ্রীতে প্রথম শ্রেণী থাকলেই একজন ব্যক্তি ভাল শিক্ষক হবেন এমন থিওরিও অবাস্তব। যিনি মেধাবী, তিনি অবশ্যই এসএসসি, ইন্টারমিডিয়েট ইত্যাদিতেও ভাল হবেন। এক কথায়, ভাল শিক্ষক অতীত বাদ দিয়ে শুধু মাস্টার্সের ক্লাস (প্রথম শ্রেণী) দিয়ে হয় না; যার ভিত্তি দুর্বল, যিনি লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকেন না, তিনি ভাল শিক্ষক হতে পারেন না। ডাক্তার, শিক্ষক এবং উকিল- এই তিনটি পেশার ক্ষেত্রে ভাল করতে হলে পেশাগত জীবনে সব সময় লেখাপড়াকে নেশার বস্তু করতে হবে। অতএব, এই লেখাপড়ার নেশা যে শিক্ষকের থাকবে, তাঁকে পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করা হোক। সেটা প্রমোশন, বিভিন্ন 'ইন্‌সেনটিভ', জাতীয় স্বীকৃতি (প্রচলিত সেরা শিক্ষক নির্বাচনের পদ্ধতিতে নয়) ইত্যাদির মাধ্যমে। তা হলে দেশের গুণীর আদর বাড়বে, অন্যথায় গুণীজনদের অবদান থেকে জাতি বঞ্চিত হবে—যেমন হচ্ছে।

শিক্ষকদের আদর্শ, গুণাবলী শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করবে। কিন্তু শিক্ষকদের মধ্যে যদি আদর্শ ঘাটতি থাকে তখন কি হবে? আজকাল দেখা যায়, কোন কোন শিক্ষক দুর্নীতির সাথেও জড়িত। এতে শিক্ষক সমাজের দুর্নাম হচ্ছে, মানমর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে সমগ্র জাতির কাছে। শিক্ষার্থীরা এসব কারণেও নৈতিকতা হারাচ্ছে। শিক্ষকদেরকে শিক্ষার্থীরা সম্মান করে না, ভয় করে না, ক্ষেত্রবিশেষে আক্রমণ করে। শিক্ষাঙ্গনেই শিক্ষকের নিরাপত্তা নেই। এমন নৈরাজ্য চলছে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনে। ছাত্র রাজনীতি এখন চরমে উঠেছে। ক্যাম্পাসে শান্ত পরিবেশ কমই থাকে। বিশেষত সরকারী কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। বেসরকারী কলেজগুলোতে তুলনামূলকভাবে ছাত্র অসন্তোষ অনেক কম। বেসকারী কলেজে শিক্ষকদের বেতন ও চাকরির নিরাপত্তা সরকারী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নিশ্চিত নয়। এ সমস্যার সমাধান কিভাবে হতে পারে, বিশ্লেষণ করে দেখা হোক। উপরন্তু পরীক্ষার ধারা, প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তন করে, গতিশীল করে পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যস্ত রাখতে হবে বেশিরভাগ সময়। তাদেরকে লেখাপড়া ব্যস্ত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে গতানুগতিক ও প্রচলিত পরীক্ষা ও প্রশ্নপত্র পদ্ধতির নতুনত্ব এনে। শিক্ষকগণও তাহলে ব্যস্ত থাকবেন পড়াশুনা নিয়ে। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞান বিভাগের প্রাকটিক্যাল ও মৌখিক পরীক্ষার নম্বর প্রদানের পদ্ধতি বাদ দিয়ে ভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়েও এখন পরীক্ষা কেলেঙ্কারি, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন দুর্নীতি অনুপ্রবেশ করেছে। আজকাল নাকি ভার্সিটির কোন কোন শিক্ষক প্রাইভেট পড়ান। তা হলে পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ে নিরপেক্ষতা থাকে কি করে? যিনি পড়ান, তিনিই তো প্রশ্ন করেন, তিনিই তো খাতা দেখেন ভার্সিটিতে। ষাটের দশকে আমরা যখন ভার্সিটির ছাত্র ছিলাম তখন এসব ছিল না। তাই দেখা যায়, প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী হয়েও অনেকে কর্মক্ষেত্রে সেই সার্টিফিকেট বা ডিপ্লোমার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন না আজকাল। অতএব, শিক্ষকদের যোগ্যতা যাচাই করা হোক ডেমনস্ট্রেশন ক্লাসে, পেশাগত অবদান দিয়ে, শুধু সার্টিফিকেট দিয়ে নয়। মাষ্টার ডিগ্রী প্রথম শ্রেণী হলে শিক্ষকতার চাকরিতে বিশেষ আর্থিক সুবিধা ও সিনিয়রিটি দেয়া হয় (আত্মীকরণে)। অন্যদিকে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যন্ত পরীক্ষার ফলকে বিবেচনার বাইরে রাখা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম/দ্বিতীয়/তৃতীয় বিভাগ যাই থাক না কোন চাকরিতে কোন পার্থক্য করা হয় না।

সরকারী কলেজে কোন শিক্ষকের পিএইচডি ডিগ্রী থাকলে বা মাষ্ট্রার্সে প্রথম শ্রেণী থাকলে এর স্বীকৃতিস্বরূপ 'ইন্‌সেনটিভ' হিসাবে বেতন স্কেলে তিনি অগ্রিম ইনক্রিমেন্ট পান। কিন্তু যে শিক্ষক পেশাগত জীবনে লেখাপড়া ও সাধনায় নিবেদিত থেকে স্বীয় সাবজেক্টে সৃজনশীল কোন অবদান (প্রকাশনা ইত্যাদি) রাখবেন, তিনি অনুরূপ কোন ইনক্রিমেন্ট বা সুবিধা পাবেন না, পাচ্ছেন না। অতএব, নিজের বিষয়ে যদি কোন শিক্ষকের মৌলিক প্রবন্ধ, বইপত্র প্রকাশনা ইত্যাদি সৃজনশীল অবদান থাকে, তবে এর স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকেও 'ইন্‌সেনটিভ' হিসাবে বেতন স্কেলে অনুরূপ বাড়তি ইনক্রিমেন্ট তথা সিনিয়রিটি দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক। তাতে শিক্ষকদের মধ্যে অলসতা কমে যাবে, পেশাগত ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে। লেখাপড়ায় ও সৃজনশীল কাজে উৎসাহ জাগবে। সরকারী কলেজে কোন কোন ক্ষেত্রে বেতন বৈষম্য ঘটছে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, সরকারী কলেজে একই ক্যাডারেই নয় শুধু, একই বিষয়ে, একই বিভাগে তিন চার বছরের জুনিয়র কোন কোন শিক্ষক একজন সিনিয়র শিক্ষক অপেক্ষা প্রতিমাসে দু' এক শ' টাকা নয় এক হাজার/বারো শ' টাকা বেশি বেতন পেয়ে আসছেন। সরকারী চাকরিতে এসব ক্ষেত্রে বেতন সমকরণের বিধান থাকলেও অথবা প্রয়োজনে বিধান তৈরি করে উল্লিখিত অসমতা দূর করা হচ্ছে না। এটা ভুক্তভোগী শিক্ষকদের জন্য মানসিক যন্ত্রণা নয় কি প্রতি মুহূর্তে? এহেন দুঃখজনক ও অমানবিক অবস্থার মধ্যে নিষ্পেষিত হয়ে "মানুষ গড়ার কারিগর"গণ কিভাবে মানুষ গড়বেন জাতির জন্য, দেশের জন্য?